চার্বাক তত্ত্ববিদ্যা

চার্বাক তত্ত্ববিদ্যা

- চার্বাক তত্ত্ববিদ্যা জ্ঞানতত্ত্বের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ
- যা প্রত্যক্ষ করা চলে কেবল তারই অস্তিত্ব আছে।
- জড় প্রত্যক্ষযোগ্য বলে কেবল জড়ের অস্তিত্ব আছে।
- ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি অতীন্দ্রিয় সত্তার কোন অস্তিত্ব নেই, কারণ এগুলো প্রত্যক্ষযোগ্য নয়।

ভূতচতুষ্টয়বাদ

- চার্বাকরা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ-এই চারটি মহাভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করে। কারণ এগুলোকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।
- ব্যোমকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাই এর অস্তিত্ব নেই।
- প্রত্যক্ষগ্রাহ্য এই চারটি মহাভূত দ্বারাই জগৎ ও জগতের যাবতীয় বস্তু গঠিত।
- জীবদেহও চারটি মহাভূত দ্বারা গঠিত।
- মহাভূতের সংযোগে যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি এবং বিয়োগে যাবতীয় বস্তুর বিনাশ।

ভূতচৈতন্যবাদ ও দেহাত্মবাদ

- অন্তঃপ্রত্যক্ষের সাহায্য আমরা মানসিক অবস্থাকে জানি। এই মানসিক অবস্থা থেকেই আমরা চেতনার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি।
- চেতনা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলেই চেতনার অস্তিত্ব আছে।
- চেতনার আশ্রয়রূপে কোন অজড় নিত্য দ্রব্যরূপ আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।
- ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুৎ- এই চারটি উপাদানের সংমিশ্রণে যখন জীবদেহ উৎপন্ন হয় তখন সেই দেহে চৈতন্যরূপ একটি নতুন গুণের আবির্ভাব ঘটে।

ভূতচৈতন্যবাদ ও দেহাত্মবাদ

- ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও মরুৎ-এই চারটি মহাভূতের কোনটিতেই যখন চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই তখন এই উপাদানগুলির সংমিশ্রণে যে দেহ গঠিত হয় তাতে চৈতন্যের আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব?
- উত্তরে চার্বাকরা বলেন, পান, সুপারি ও চুন এদের কোনটির মধ্যেই লাল রং নেই, কিন্তু এদের একসাথে চর্বণ করলে লাল রং দেখা যায়।

ভূতচৈতন্যবাদ ও দেহাত্মবাদ

- দেহ ভিন্ন চৈতন্যের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তাই আত্মার অমরত্বের প্রশ্ন অবান্তর।
- মৃত্যু সময়ে চারটি ভূতের বিয়োগ ঘটে। ফলে চৈতন্যও বিলুপ্ত হয়।
- উদাহরণস্বরূপ সলিতা ও তেলের সংযোগে দীপশিখার আবির্ভাব ঘটে। সেরূপ ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে।
- প্রদীপে যতক্ষণ আগুন থাকে, ততক্ষণ আলো থাকে। আগুন নিভে গেলে আলো দুরীভূত হয়। তেমনি যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ চৈতন্য থাকে। দেহের উচ্ছেদে চৈতন্য দুরীভূত হয়।

চার্বাকদের দেহাত্মবাদের সমালোচনা

১. চেতনা যদি দেহের ধর্ম হয়, তাহলে তাকে কখনও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। যেমন ঃ মূর্চ্ছা রোগীর ক্ষেত্রে জীবিত দেহে চেতনার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

২. চেতনা দেহের ধর্ম হতে পারে না, কারণ যখন কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে তখন চেতনার ক্রিয়া চলতে থাকে, কিন্তু দেহ নিস্ক্রিয় থাকে।

৩. জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়তে রূপান্তরিত করা চলে না, কারণ সব বিষয়ই জ্ঞাতার অস্তিত্বকে পূর্ব থেকেই স্বীকার করে নেয়।

চার্বাকদের দেহাত্মবাদের সমালোচনা

৪. জ্ঞাতা হলো ভোক্তা, আর বস্তু হলো ভোগ্য, উভয়ই অভিন্ন হতে পারে না।

৫. চেতনা যদি দেহের ধর্ম হত, তাহলে অন্যান্য জড়বস্তুর মতো চেতনাকেও কোন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যেত, কিন্তু চেতনাকে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

৬. যে দেহ চেতনা উৎপন্ন করেছে, সে দেহের চেতনার দ্বারা প্রকাশিত হবার প্রয়োজন কী?

৭. দেহের বিনাশের পর আত্মার অস্তিত্ব যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি আত্মার নাস্তিত্বও প্রমাণ করা যায় না।

চার্বাকদের দেহাত্মবাদের সমালোচনা

৮. বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দেহ পরিবর্তনশীল। চেতনা দেহের ধর্ম হলে চেতনাও দেহের সাথে সাথে পরিবর্তনশীল হবার কথা। ফলে বার্ধক্যে কোন ব্যক্তির পক্ষে শৈশবের স্মৃতি স্মরণ করা সম্ভব হতো না।

৯. চেতনা দেহের ধর্ম হলে দেহ হতে বিযুক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে চেতনার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যেত। কিন্তু দেহের কোন অংশ দেহ হতে বিযুক্ত হলে তাতে চেতনা প্রত্যক্ষ করা যায় না।

১০. দেহের চেতনা স্বীকার করলে, দেহাবয়বের চেতনা স্বীকার করতে হয়। দেহাবয়বের চেতনা স্বীকার করলে একদেহে একাধিক চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

চার্বাকদের দেহাত্মবাদের সমালোচনা

১১. দেহাত্মবাদ স্বীকার করলে কর্মবাদ মেনে নেয়া যায় না।

১২. চেতনা যদি দেহের ধর্ম হত, তাহলে দেহকে চেতনাহীনতা বা মৃত্যুর অধীন হতে হত না।